ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস্

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ

বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক
সিস্টেমস্ অব মেডিসিন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচিতি, সূচনা ও ক্রমবিকাশ ... ১৭
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা ... ১৭
রোগের আবির্ভাব ... ১৯
অনুমান ও সম্ভাব্যতা ... ২০
অসভ্য জাতির রোগদর্শন ... ২২
রোগ চিকিৎসায় ঔষধের ব্যবহার ... ২২
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগ্রহ ... ২৩
চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বপ্ন ... ২৪
আকস্মিক ঘটনা দ্বারা চিকিৎসা সূত্র আবিষ্কার ... ২৬
চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পশু ... ৩০
প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা ... ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন যুগ ... ৩৪
বাবেলীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৩৪
মিসরীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৩৭
ভারতিয় সভ্যতার চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৩৯
চৈনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৪১
গ্রীক বা ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৪২
ইরানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৪৪
রোমীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থায়ন এবং
চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান ... ৪৬
প্রাচীন আরোগ্য শালা বা শেফাখানাসমূহ ... ৫৩
ইসলামী যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর সামগ্রিক আলোচনা ... ৫৮
পাশ্চাত্যে ইসলামী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাব ... ৬০

চতুর্থ অধ্যায়

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য ... ৬২
ব্রক্ষ্ম ... ৬৩
ধ্বন্তরি ... ৬৪
সুশ্রুত ... ৬৪
চরক ... ৬৫
বাগভট্র ... ৬৫
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ৬৬
হোমিওপ্যাথিক মূলতত্ত্ব ... ৬৬

পঞ্চম অধ্যায়

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্ভব ও
বিকাশ ... ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও মনীষীদের সংক্ষিপ্ত
জীবন ইতিহাস ... ৭০
বোকরাত ... ৭০
আরাস্ত্ব বা আরাস্তাতালীস ... ৭৫
হাকীম জালীনূস ... ৭৯
আবু বকর মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া রাযী ... ৮৪
শায়খুর-রঈস বু-আলী ইবনে সীনা ... ৯৫
আবুল কাসেম যাহরাভী ... ১০৭
ইবনে বায়তার ... ১১১
ইবনুল-হায়ছাম ... ১১৪
আলাউদ্দীন কারশী ... ১১৭
নাজীবুদ্দীন সমরকান্দী ... ১২০
বোরহানুদ্দীন নফীস ইবনে এওয়াজ কিরমানী ... ১২১
হিরুফিলিউস ... ১২২
এরাসীসতারাতুস ... ১২৪

দিসকুরীদূস ... ১২৭
হাকীম হারেছ বিন কালদা ... ১২৮
হাকীম ইয়াহইয়া আন্নাহভী ... ১২৮
হাকীম জাবের বিন হাইয়ান ... ১২৯
হাকীম ইউসা বিন বখতীশু ... ১৩৩
ইউহান্না বিন মাসুওয়াইয়া ... ১৩৪
আলকিন্দী ... ১৩৭
আলী বিন রাব্বান্ তাবারী ... ১৩৮
হুনায়ন ইবনে ইসহাক ... ১৪২
ইসহাক বিন সোলায়মান ইসরাঈলী ... ১৪৭
আবুল হাসান তাবারী ... ১৪৮
আলী ইবনে আব্বাস মজুসী ... ১৪৯
ইবনে জুলজুল ... ১৫২
আবু সাহল মসীহী ... ১৫৩
ইবনে ওয়াফেদ ... ১৫৬
ঈসা ইবনে আলী আল কাহ্হাল ... ১৫৭
ইবনে বোতলান ... ১৫৮
ইবনে জয্লা ... ১৬০
শরফুদ্দীন ইসমাঈল জুরজানী ... ১৬১
ইবনে যোহর ... ১৬৪
ইবনে রুশ ... ১৬৬
ইবনে বাজা ... ১৭০
মূসা ইবনে মায়মুন ... ১৭১
আব্দুল লতিফ বাগদাদী ... ১৭২
ইবনে খতীব ... ১৭৫
কামালুদ্দীন ফারেসী ... ১৭৬

সপ্তম অধ্যায়

উপমহাদেশের ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের
আগমন ও ক্রমবিকাশ ... ১৭৭
উপমহাদেশের কয়েকজন ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানীর ... ১৮১
সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ... ১৮১
হাকীম মুহাম্মদ শরীফ খান দেহলভী ... ১৮১
হাকীম মাহমুদ খান দেহলভী ... ১৮৩

হাকীম আবদুল মজীদ খান ... ১৮৫
হাকীম হাফেজ আজমল খান ... ১৮৬
হাকীম মুহাম্মদ আযম খান ... ১৯০
হাকীম হাজী আবদুল আযীয ... ১৯২
শেফাউল মূলক হাকীম আব্দুল লতিফ ফলসফী ... ১৯৩
হাকীম আল্লামা কবীরুদ্দীন ... ১৯৫
শেফাউল মূলক হাকীম মুহাম্মদ ছাদেক ... ১৯৮
হাকীম আব্দুল হামিদ ... ২০০
শহীদ হাকীম হাফেজ মোহাম্মদ সাঈদ ... ২০৪
হাকীম আবদুর রাজ্জাক ... ২১০
হাকীম ডাক্তার গোলাম জীলানী ... ২১৪
হাকীম হাফেজ জলিল আহমদ আনছারী ... ২১৫
শেফাউল মুলক হাকীম মুহাম্মদ হাসান কারশী ... ২১৭
হাকীম নাইয়ার ওয়াস্তী ... ২১৯
হাকীম খাজা রেজওয়ান আহমদ ... ২২০

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ... ২২২

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ইউনানী চিকিৎসা
বিজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ... ২২৯
শেফাউল মুলক হাকীম হাবিবুর রহমান খান ... ২২৯
হাকীম সৈয়দ আহমদ হুসাইন ... ২৩৪
হাকীম খোরশেদুল ইসলাম ... ২৩৬
হাকীম সৈয়দ আহমদুর রহমান ... ২৩৯
হাকীম ইরতেজাউর রহমান ... ২৪১
হাকীম শাহ্ ইসলামুলাহ্ চিশতী ... ২৪৩
হাকীম হোসামুর রহমান খান ... ২৪৫
হাকীম তাজুল্ ইসলাম তাকমীলী ... ২৪৭
হাকীম আহমদুর রহমান মালিক ... ২৪৯
হাকীম ইসমাঈল হিলালী ... ২৫১

হাকীম মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন খান ... ২৫৩
হাকীম আবদুল্লাহ তাকমীলী ... ২৫৫
হাকীম মাওলানা আবদুছ্ ছামাদ ... ২৫৬
হাকীম শামসুল হক নাবাতাতী ... ২৫৮
হাকীম ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী ... ২৬১
হাকীম আবদুল লতিফ ... ২৬২
হাকীম মুহাম্মদ শফী ... ২৬৩
হাকীম বশিরুল হক চৌধুরী ... ২৬৫
শায়খুল আতিব্বা হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম ... ২৬৭
হাকীম সৈয়দ আজ্মিল হক ... ২৭৫
হাকিম সাইয়্যেদ মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ অলিউর রহামন ... ২৭৭
হাকীম কবি ব'নজীর আহমদ ... ২৭৯
হাকীম এ, কে, এম, ইসহাক ... ২৮১
হাকীম মোহাম্মদ হাসান সিদ্দীকি ... ২৮২

দশম অদ্যায়

বাংলাদেশে ইউনানী-আর্য়ূবেদিক চিকিৎসার অবস্থান ও
সরকারি ব্যবস্থাপনা ... ২৮৫
স্বাধীনতা-পূর্ব অবস্থা ... ২৮৫
বাংলাদেশে যাত্রা শুরু ... ২৮৭
নতুন আইন প্রবর্তন ... ২৮৮
পূর্ণাঙ্গ ইউনানী-আয়ূর্বেদিক বোর্ড গঠন ... ২৮৮
ইউনানী আয়ূর্বেদিক বোর্ডের নির্বাচন ... ২৯০
ইউনানী-আয়ুর্বেদিক বোর্ডের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও মেয়াদকাল ... ২৯১
১৯৮৩ সালের আইনের উল্লেখযোগ্য দিক ... ২৯২
আইন অনুযায়ী বোর্ডের কার্যাবলী ... ২৯৩
দেশীয় চিকিৎসার উন্নয়ন প্রকল্প ... ২৯৪
ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা ... ২৯৯
ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক ঔষধের বাণিজ্যিক উৎপাদন ... ৩০০
জাতীয় ইউনানী/আয়ূর্বেদিক ফর্মূলারী ... ৩০১
পাঠ্য ও সহায়ক বই-পুস্তক ... ৩০১
গবেষণা কার্যক্রম ... ৩০২
উপসংহার ... ৩০৩
সরকারী ইউনানী আয়ূবৃেদিক ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিচিতি,সূচনা ও ক্রমবিকাশ

সৃষ্টির আবির্ভাবের ঊষালগ্ন হতেই মানুষ তার ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ সম্পর্কে সচেতন। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। তাই জ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নয়ন ও উৎকর্ষের চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয় ইতিহাস সম্পর্কে মানুষ বংশ পরম্পরায় শুধু কিংবদন্তীর আকারেই জেনে এসেছে। দিন-ক্ষণ, সন-তারিখ তখন তাদের জ্ঞানের বাইরে ছিল। অবস্থা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার নিরীখে পরবর্তী যুগের মানুষ যখন তা জানতে চেষ্টা করেছে, তখন সন-তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ঠিক তদ্রুপ চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন জ্ঞান সম্পর্কে নির্ভূল দিন-তারিখ জানা আদৌ সম্ভব নয়। এ চিত্তাকর্ষক আলোচনার ব্যাপারে ইতিহাস কোন সঠিক নির্দেশনা দিতে অপারগ। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরম্ভ ও অনুমান নির্ভর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ সূত্র হতে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এ বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের ছোঁয়া লেগেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা

রোগ-ব্যাধির প্রতিকার বা চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞানের সূচনা সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে। প্রথম মত পোষণকারী প্রাচীন দার্শনিকগণের মতে পৃথিবী 'কাদীম' তথা অনাদি এবং তারা চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও অনাদি বলেই আখ্যায়িত করেন। কেননা সর্বযুগেই তা মানব গোষ্ঠির জন্য প্রয়োজন ছিল। এখানে 'কাদীমা' তথা অনাদি অর্থ-যা অজ্ঞাত সময় পূর্ব থেকেই বিদ্যমান।

দ্বিতীয় মত পোষণকারী দার্শনিকদের মতে পৃথিবী 'হাদেছ' তথা চিরনতুন। এঁদের মধ্যেও আবার দু'টি মতবাদ রয়েছে। এক দলের মতে, চিকিৎসা বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমান-নির্ভর সূত্র হতে অস্তিত্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু অন্য দল এটাকে ওয়াহী, এলহাম বা দৈব ও ঐশী জ্ঞানের ফল বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

সম্ভবতঃ তৎকালীন যুগে সাধারণ্যে ধারণা ছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞান এক প্রকার আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান। বোকরাতও (হিপোক্র্যাট) তাই বিশ্বাস করতেন। আফলাতুন (প্ল্যাটো), এসকেলিবুস' বা এস্ক্যালিবিয়াসকে ঐশী বানী-বাহক বলে উল্লেখ করেছেন। একইভাবে জালীনূস (গ্যালেন)-এর মতেও অসীম জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের

জ্ঞান অসম্পূর্ণ। ইউনান তথা গ্রীসবাসীসহ অন্যান্য জাতিও এ বিজ্ঞানকে ঐশী জ্ঞান বলেই বিশ্বাস করতো। ইহুদীদের মতে এ বিজ্ঞান আল্লাহ প্রথমে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। ছাবেরী নামক ঐতিহাসিকের মতে এ জ্ঞান তাদের ধর্মীয় নেতাদের উপর এলহামরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। পারসিকদের মতে যরতশতের উপর অবতীর্ণ চার প্রকার জ্ঞানের মধ্যে চিকৎসা বিজ্ঞানও ছিল। বেদানুগামী তথা বৈদিকদের মতেও তা ঐশী জ্ঞান বলে খ্যাত।

কিন্তু ইসলাম উল্লেখিত ধারণাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয় না। কোরআনে পাকের স্থানে স্থানে অনুমান ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব এসেছে বেশী। এজন্য অধিকাংশ মুসলিম মনীষী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আহরণকে অনুমান ও পরীক্ষা-নির্ভর বলে মত প্রকাশ করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান "তিব্বে নবভী" হওয়ার ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) জড়িবুটি ও গাছ-গাছালীকে জিজ্ঞেস করে তাদের উপকারিতা লিপিবদ্ধ করতেন। হযরত রসূলে আকরাম (ছাঃ)-এর সাথে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে, তাকে একক ও স্থায়ীভাবে 'তিব্বে নবভী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু 'তিব্বে নবভী' ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ, না পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমান-নির্ভর, সে সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক আবু জাবের মাগরেবীর মতে, 'তিব্বে নবভী' অন্য কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রাখে না। কেননা তা ওয়াহী; হযরত (ছাঃ)-এর আত্মা ও জ্ঞান হতেই এর আবির্ভাব। এর বিপরীতে ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন একটি হাদীছের উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সারমর্ম এই যে, হযরত (ছাঃ) বলেছেনঃ যখন জগতের পার্থিক ব্যাপারে তোমরা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হও, তখন আমার চাইতে তোমরা ভাল বুঝবে, আর দ্বীনী ব্যাপারে আমি তোমাদের চাইতে ভাল বুঝি।

সার কথা এই যে, পরম করুনাময় আল্লাহ পাক দুর্বল ভিত হতে সৃষ্ট মানুষকে জ্ঞান নামক উপঢৌকন দ্বারা সম্মানিত করে এমন একটি ঐশী শক্তি দান করেছেন, যার বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের উণ্ডেষ ঘটিয়ে, বাধা-বিপত্তিকে দূরে সরিয়ে যুগে যুগে নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে এক একটি নতুন দিগন্তের উণ্ডোচিত করেছে যা তৎপূর্বের বিজ্ঞানিগণ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। তারপরও এ কথা বলা যায় না যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষ এলহাম ও ওয়াহীর ফলশ্রুতি।

রোগের আবির্ভাব্

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি ইতিহাস জানতে হলে প্রথমে আমাদের রোগের ইতিহাস জ্না প্রয়োজন। স্যার আর্থার ক্যানেথের মতে মানুষ হযরত ঈসা (আঃ) এর জণ্ডের তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদদের মতে তিন লক্ষ বছর পূর্ব হতে এ পৃথিবীতে বসবাস করে আসছে। আবু জাবের মাগরেবী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ঐশী জ্ঞান প্রমাণ করতে গিয়ে এমন একটি উদাহরণও উপস্থাপন করেছেন যে, সূচনা হতেই মানুষের চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্যের প্রয়োজনহয়ে পড়েছিল। আর্য অনুগামীদের ধারণা, সভ্যতা বিকাশের পূর্বে রোগ শোকের বালাই ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ধারণা উল্লেখিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, আজ হতে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর পূর্বের রোগের জীবাণূ এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

মোটকথা, স্বীকার করতে হবে যে, রোগের জণ্ড মানুষের জণ্ডেরও পূর্বে। কোন কোন বংশ-বিলুপ্ত পশুর শিলাসম হাড়ের অর্বুদজনিত রোগের চিহ্ন এখনো দৃষ্টিটগোচর হয়। প্রফেসর মানবেন্দ্রনাথ রায় অনুমান করেছেন যে, এ প্রকারের রোগ সৃষ্টির পূর্বে হাড়ের প্রদাহ হতো। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, আজ হতে আশি লক্ষ বছর পূর্বে এ রোগটির আবির্ভাব ঘটেছিল। বার্নাড রিনালডের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সে যুগে কোন কোন পশুর শিলাসম হাড়ে অনুকণিকা(কুরাইয়াতে দাকীকা) ও যুগল অণূকণি কা (কুরাইয়াতে যাওজিয়া) পাওয়া যেতো।

একটি প্রশ্নঃ রোগ সর্বপ্রথম মানুষের উপর কবে আক্রমণ করেছে? উত্তর যদিও কষ্টসাধ্য বটে, তবে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র দ্বারা যা কিছু প্রমাণিত হয়েছে তার সাহায্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করা যায়। আমরা এ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্য নিতে পারি। ১৮৯১ সালে ডাঃ ডুবার্টস যাভায় যে শিলাতুল্য হাড় আবিষ্কার করেছেন, উক্ত হাড় এ পর্যন্ত সংগৃহীত হাড়সমুহের মধ্যে প্রাচীনতম বলে ধরা যায়। তার মধ্যে একটি মাথার খুলি, একটি উরুদেশের হাড় ও তিনটি দাঁত রয়েছে। স্যার আর্থার ক্যানেথের অনুমান, এ গরিলা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বের হয়ে থাকবে। কিন্তু এ প্রথম জীবটিও আশ্চর্যজনকভাবে রোগ হতে মুক্ত ছিল না। তার উরুদেশের হাড়ে একটি বর্ধিত অংশ দেখা গেছে। হয়তো এ জন্য জীবটি বেশ কষ্ট পেয়েছিল। হাড়ের বর্ধিত অংশটুকু বর্তমানেও দেখা যায়। উরুর উপরে বেশী চাপ পড়ার জন্য হয়তো এ বর্ধিত অংশটি সৃষ্টি হতে পারে।

প্রস্তুীর যুগ আমাদেরকে কশেরুকাগত প্রদাহ (এলতেহাবে ফেকারাত), পৃষ্ঠ কাঠিন্য (সিল্লে যহরী), দেহাংশ বক্র ও কঠিন হওয়া (ওয়াজউছ্ ছালেব), মাথার খুলির ক্ষত (কুরূহে কা-স'-সাতুর-রা'স), সন্ধি প্রদাহ (এলতেহাবে মাফাছিল) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়।

বিখ্যাত রোগতত্ত্ববিদ মিঃ 'ভেরচোঁ' প্রস্তর যুগের কোন একটি হাড়ের পরীক্ষা করে সন্ধি প্রদাহ (এলতেহাবে মাফাছেল) সহ বেশ কয়েকটি রোগের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও দাঁতের রোগ তৎকালনি সময়ে তেমন ছিল না, তবে উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দন্তক্ষয় (তাআককুলুল-আসনান) ও মাঢ়ী ফোলা (ওয়ারমে লিছা) এবং ক্ষতজনিত রোগ তখনও দেখা যেতো।

অনুমান ও সম্ভাব্যতা

সর্বপ্রথম যখন মানুষের উপর রোগের আক্রমন হয়েছিল, তখন সম্ভবতঃ তাদের উপর বেশ আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে নিরুপায় হয়ে অভূতপূর্ব অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। কেনআনের (বর্তমানে সিরিয়া) বাসিন্দারা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজিকে আপন সৃষ্টিকর্তা মনে করতো; এবং সেগুলোর পুজাও করে থাকতো। বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন, তুফান, জলোচ্ছাস ও শিলাবৃষ্টিকে কুওয়তে কাহ্হার তথা প্রলয় শক্তির ধ্বংসলীলা বলে মনে করতো, তাই এ প্রলয় হতে বাঁচার জন্য পাহাড়ের গুহায় বা প্রকান্ড বৃক্ষের খোলের মধ্যে তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো। এমতাবস্থায় বাঁচার পর হয়তো তাদের দেহের কোন অংশে ব্যথা অনুভব করে এক নতুন ধরনের অবস্থায় আক্রান্ত হতো। তারা হয়তো তখন অনুভব করতো যে, কোন ভয়ভীতি সঞ্চারিত হয়ে অশরীরী আত্মা তাদের দেহে ভর করেছে। এমন অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হয়তো তারা মনে করতো যে, কোন গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও যখন তারা নিস্তার পেত না, তখন তারা চিন্তা করতো যে, এটা এক রকমের "কুওয়তে কাহহার" তথা ধ্বংসকারী শক্তির কাজ। ফলে তারা দিনে সূর্যকে এবং রাতে চাঁদ ও তারকারাজিকে পূজা ও অর্চনা করতে আরম্ভ করতো। তারপর কান্নাকাটি করে তারা নিজেদের অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করতো। এহেন অবস্থায় যখন তাদের ব্যাথার কিছু উপশম অনুভব করতো, তখন হয়তো তাদের বিশ্বাসের ভিত আরও মজবুত হতো।

ইতিহাস পাঠে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাথমিক যুগে মানুষ এক রকম সংশয়াবিষ্ট জীবনযাপন করতো। রোগ-যন্ত্রণা হতেই প্রেতাত্মা ও জাদু চিন্তার উদ্ভব। পূর্ব-উত্তর স্পেনের গুহাসমূহের বিচিত্র চিত্রই এ বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে। আজ হতে ১২০০০ বছর পূর্বে মানুষ শিকারে ব্যাপারেও যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত হতো। এমনকি তারা দৈনন্দিন আহার বিহারেও জাদুর প্রভাব আছে বলে মনে করতো। এমতাবস্থায় রোগের উৎপত্তি ও চিকিৎসায় কুপ্রভাব এবং কুদৃষ্টির বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে তারা আরও বদ্ধমূল হয়ে পড়লো।

ডাঃ'ইভান' ও ডাঃ 'মেরিট' লিখেছেন যে, প্রাচীন যুগে রোগ ও ক্ষতকে জাদুর প্রভাব বলে মনে করা হতো। সুতরাং ধর্মগুরুদের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক নেয়া আরম্ভ হলো। প্রাথমিক যুগ অতিবাহিত হবার পর যখন প্রভাবশালী লোকদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলো বা ন্যায়বান মানুষকে যখন সাধারণ মানুষ নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে নিলো, ঠিক তখন হতেই রাজা বা বাদশা হওয়ার প্রচলন আরম্ভ হয়। মানুষের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি হলো, যে ব্যক্তি সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়, কেবল সে-ই বাদশা বা রাজা হতে পারে। কাজেই তার সম্পর্কেও সকল মঙ্গলামঙ্গলের সহায়ক বলে মনে করা হতো। ঐতিহাসিক ইবনে উছায়বাআ লিখেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরম্ভ ইয়ামেন ও বাবেলের (ব্যাবিলন) জাদুকরদের দ্বারা হয়েছে বলে কেউ কেউ বলে থাকেন। কেননা প্রাগৈতিহাসিক যুগে উল্লেখিত স্থান দু'টিতে যাদু-বিদ্যা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই যাদুকরদের নিকট মানুষ রোগ-শোক হতে পরিত্রাণের আশায় আসা-যাওয়া করতো।

উল্লেখিত আলোচনাটিকে আমরা বর্তমানের অপর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হতেও সঠিক বলে বিশ্বাস করতে পারি। যেমন, যে সব সম্প্রদায় এখনো সভ্যতার আলো গ্রহণ করেনি, তাদের মধ্যে উল্লেখিত বিশ্বাসের প্রচলন এখনো দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোন কোন দ্বীপের প্রাচীন উপজাতিগণ এখনো বিশ্বাস করে যে, জাদুকর তার জাদু দ্বারা রোগ-শোকের সৃষ্টি করে। তাদের ধারনা, রোগ চারিত্রিক নিয়মের বৈপরীত্যের কারণে বা জাদুর দ্বারাই হয়ে থাকে। তারা মনে করে, শত্রু কিছু দূর হতে একটি বিষাক্ত কাঠ বা হাড়ের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টির কারণ ঘটায়। সুতরাং এমন রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য স্থানীয় জাদুকররূপী চিকিৎসকের কাছে এমন একটি শিশি রক্ষিত থাকে, যা সে রোগীর দেহে স্পর্শ করায় ও রোগীর প্রতি মিটমিট নেত্রে দেখে, আবার উক্ত চিকৎসক রোগীর দেহে জড়িয়ে যায় এবং রোগীকে মর্দন করে। এভাবেই রোগীদের দেহ হতে রোগ চুষে